বাংলাদেশ
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষায় অর্জন
(২০০৯-২০১৮)

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

প্রাককথন

বিগত এক দশকে (২০০৯-২০১৮) বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ১৯৭৩ সালে মাত্র ০৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে দেশে ১৫৪টি (পাবলিক-৪৯, বেসরকারি-১০৩, আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়-২) বিশ্ববিদ্যালয়। এসব প্রতিষ্ঠানে ৩৯ লক্ষাধিক শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত রয়েছে। সরকার আইসিটি ও কারিগরি খাতে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এ লক্ষ্যে এক দশকে ০৬টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ০২টি বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে। 'কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৭৪', জাতীয় শিক্ষা নীতি-২০১০, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ ও রিও ২০+ সম্মেলনের টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনাকে সামনে রেখে সরকার দেশের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও অগ্রযাত্রায় কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেশন জট প্রায় শূন্যের কোঠায় এবং শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ বিদ্যমান রয়েছে। এ সময়ে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। উচ্চশিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল আইন-২০১৭ পাস হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে উচ্চশিক্ষার কোন বিকল্প নেই। একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তরুণ প্রজন্মকে গড়ে তুলতে সরকার মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণায় জোর দিচ্ছে। এ লক্ষ্যে ২০০৯ সালে উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে গবেষণা বরাদ্দ ছিল ১.৫৭ কোটি টাকা। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে তা দাঁড়িয়েছে ৫.২৫ কোটি টাকায়। অর্থাৎ গবেষণা খাতে ৩.৬৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে যার শতকরা হার ২৩৪%। কওমি মাদ্রাসার দাওরায়ে হাদিসের সনদকে মাস্টার্স ডিগ্রির সমমান বিল ২০১৮ পাস হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যাতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাস জানতে পারে সেজন্য 'স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস' এবং 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য' বই দুটি আবশ্যিক পাঠ্য ও ২০১৮-২০৩০ মেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া প্রতি জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, বিভাগীয় পর্যায়ে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্প-কারখানার মধ্যে সহযোগিতা সম্পর্ক স্থাপন, স্ট্যান্ডার্ড আউটকাম বেইজড কারিকুলাম ও শিক্ষকদের নিয়োগ, পদোন্নতি/পদায়নের জন্য অভিন্ন নীতিমালা প্রণয়নে কাজ চলমান রয়েছে। দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি অভিন্ন আইনের মাধ্যমে পরিচালনার জন্য 'আমব্রেলা অ্যাক্ট' প্রণয়নে কাজ চলছে। এছাড়া, শিক্ষার্থীদের জন্য 'গুচ্ছভিত্তিক' ভর্তি পরীক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নে কাজ করছে। এই পুস্তিকাটি বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষায় সংশ্লিষ্ট তথ্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদানে সক্ষম হবে বলে আমার বিশ্বাস।

ঢাকা
১৬ ডিসেম্বর ২০১৮

প্রফেসর আবদুল মান্নান
চেয়ারম্যান

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত

- বর্তমানে দেশে ৪৯টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে এর মধ্যে ৪৪ টির শিক্ষা কার্যক্রম চালু আছে। বাকি ০৫ টির শিক্ষা কার্যক্রম এখনো শুরু হয় নি।
- এক দশক আগে ২০০৯ সালে দেশে ৩১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। ২০১০ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে ১৮টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে।
- ২০০৯ সালে ৩১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১৩,৮২,২১৬ জন। ২০১৭ সালে ৩৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৬,০৬,১৩৭ জন শিক্ষার্থী অধ্যায়নরত রয়েছে।
- গত ১০ বছরে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- সরকার এক দশকে ০৬টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংখ্যা

২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৮ সাল পর্যন্ত আইন পাশ ও কার্যক্রম শুরু হয়নি
৩১	৩৩	৩৪	৩৪	৩৭	৪০	৪০	৪০	৪০	৪৪	০৫

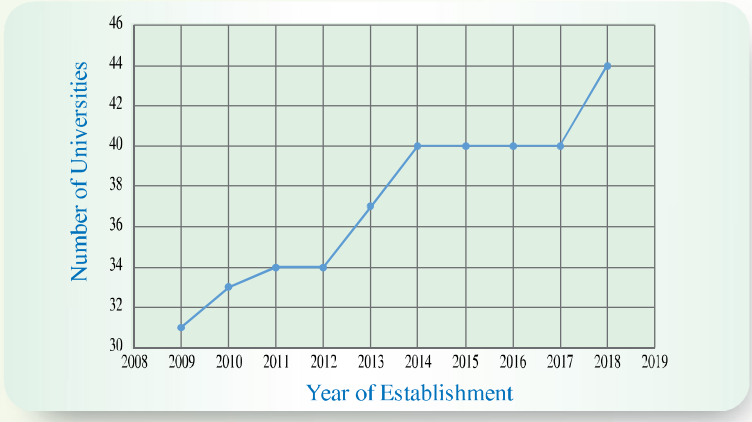

অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় (২০০৯-২০১৮)

ক্রমিক নং	সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয়	মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়
১	বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়	চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়
২	বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়	রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি	রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়
৩	ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়	রংপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, কার্যক্রম শুরু হয়নি		সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, কার্যক্রম শুরু হয়নি
৪	রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়	বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেচ্ছা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, কার্যক্রম শুরু হয়নি		
৫	শেখ হাসিনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	বগুড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, কার্যক্রম শুরু হয়নি		
৬	খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	বরিশাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, কার্যক্রম শুরু হয়নি		
৭	রংপুর কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয়, কার্যক্রম শুরু হয়নি			
	০৭ টি	০৬ টি	০২ টি	০৩ টি

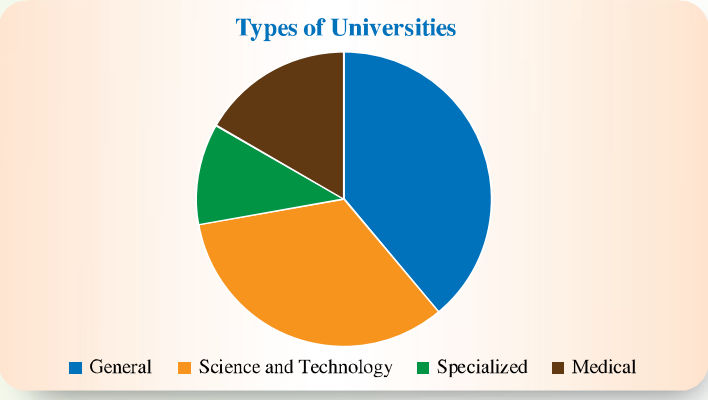

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিগত ১০ বছরের শিক্ষার্থীর তুলনামূলক চিত্র

সাল	বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা	মোট শিক্ষার্থী	বিগত বছরের তুলনায় হ্রাস/বৃদ্ধি	হ্রাস/বৃদ্ধির শতকরা হার
২০০৯	৩১	১৩৮২২১৬	+২০৫২৪৭	+১৭.৪৪
২০১০	৩১	১৭৩৬৮৮৭	+৩৫৪৬৭১	+২৫.৬৫
২০১১	৩৪	২১৭০৪৭২	+৪৩৩৫৮৫	+২৪.৯৬
২০১২	৩৪	১৮৯০৫৪৩	-২৭৯৯২৯	-১২.৯০
২০১৩	৩৪	২০২০৫৪৯	+১৩০০০৬	+৬.৮৭
২০১৪	৩৫	২৮৪৯৮৬৫	+৮২৯৩১৬	+৪১.০৪
২০১৫	৩৭	৩২০৬৪৩৫	+৩৫৬৫৭০	+১২.৫১
২০১৬	৩৭	৩১৫০৪০৯	-৫৬০২৬	-১.৭৫
২০১৭	৩৭	৩৬০৬১৩৭	+৪৫৫৭২৮	+১৪.১৩

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত

- বর্তমানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১০৩ টি। তন্মধ্যে ৯৫টিতে শিক্ষা কার্যক্রম চলমান।
- ২০০৯ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত এই ১০ বছরে ৫২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
- ২০০৯ সালে ৫১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১,০৩,৭০৯জন। বর্তমানে ৯৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৩,৫৪,৩৩৩জন।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবৃন্দের তুলনামূলক চিত্র

	২০০৯			২০১৭/২০১৮		
বিশ্ববি-দ্যালয়	৫১			১০৩		
শিক্ষার্থী	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	মোট
	১,৫১,৭৮৭	৪৯,১৫২	২,০০,৯৩৯	২,৫৫,৪৯৬	৯৮,৮৩৭	৩,৫৪,৩৩৩
শিক্ষক	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
	৬,৯০৬	২,২০৯	৯,১১৫	১১,৫১০	৪,৫১০	১৬,০২০

শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবৃন্দের বিগত ১০ বছরে হ্রাস/বৃদ্ধি			
শিক্ষার্থী	ছাত্র	ছাত্রী	মোট
	+১,০৩,৭০৯	+৪৯,৬৮৫	+১,৫৩,৩৯৪
শিক্ষক	পুরুষ	মহিলা	মোট
	+৪,৬০৪	+২,৩০১	+৬,৯০৫

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিগত ১০ বছরের তুলনামূলক সংখ্যা

সাল	বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা	মোট শিক্ষার্থী	বিগত বছরের তুলনায় হ্রাস/বৃদ্ধি	হ্রাস/বৃদ্ধির শতকরা হার
২০০৯	৫১	২,০০,৯৩৯	+১৮,২৯৮	+১০
২০১০	৫১	২,২০,৭৫২	+১৯৮১৩	+৯.৮৬
২০১১	৫২	২,৮০,৮২২	+৬০০৭০	+২৭.২১
২০১২	৬০	৩,১৪,৬৪০	+৩৩৮১৮	+১২.০৪
২০১৩	৭৮	৩,২৮,৭৩৬	+১৪০৯৬	+৪.৪৮
২০১৪	৮০	৩,৩০,৭৩০	+১৯৯৪	+০.৬১
২০১৫	৮৫	৩,৫০,১৩০	+১৯৪০০	+৫.৮৭
২০১৬	৯৫	৩,৩৭,১৫৭	-১২৯৭৩	৩.৭০
২০১৭	৯৫	৩,৫৪,৩৩৩	+১৭১৭৬	+৫.০৯
২০১৮	১০৩	-	-	-

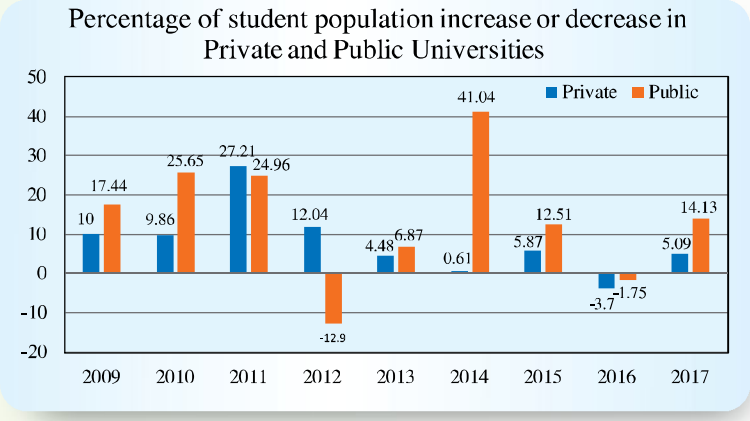

- বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯২ এবং পরবর্তীতে সংশোধিত আইন, ১৯৯৮ অপর্যাপ্ত বলে বিবেচিত হওয়ায় উহা রহিতক্রমে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত পূর্ণকালীন শিক্ষার্থীদের ন্যূতম শতকরা ছয় ভাগ তন্মধ্যে শতকরা তিনভাগ আসন মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান এবং শতকরা তিন ভাগ আসন প্রত্যন্ত অনুন্নত অঞ্চলের মেধাবী অথচ দরিদ্র শিক্ষার্থীদের ভর্তির জন্য সংরক্ষণপূর্বক এই সকল শিক্ষার্থীর টিউশন ফি ও অন্যান্য ফি ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।
- সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে প্রায় সকল প্রোগ্রাম/সিলেবাস এর অভিন্নতা আনয়নের লক্ষ্যে স্ট্যান্ডার্ড সিলেবাসের গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে ।
- মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সংযোজনের লক্ষ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে বাংলাদেশ স্টাডিজ প্রোগ্রাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে 'স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস' এবং 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য'কে বাধ্যতামূলকভাবে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
- বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ অনুযায়ী প্রত্যেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে Institutional Quality Assurance Cell (IQAC) গঠন করা হয়েছে।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও প্রশাসনিক কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে অভিন্ন গ্রেডিং সিস্টেম অনুসরণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরির প্রবিধানমালা প্রণয়নের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।

উচ্চশিক্ষায় গবেষণা ও প্রকাশনা

- ২০০৯ হতে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ইউজিসি থেকে মোট ৮০ টি পুস্তক প্রকাশ করা হয়েছে । উল্লেখযোগ্য বই ও প্রকাশনাসমূহ:

ক. নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে
খ. স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস
গ. বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
ঘ. Universities of Bangladesh
ঙ. বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষায় অর্জন: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

- ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে কমিশনের গবেষণা বরাদ্দ ছিল ১.৫৭ কোটি টাকা । ২০১৮ -২০১৯ অর্থবছরে তা দাঁড়িয়েছে ৫.২৫ কোটি টাকায় । অর্থাৎ গবেষণা খাতে ৩.৬৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে যার শতকরা হার ২৩৪% ।

২০০৯-২০১৮ পর্যন্ত কমিশনের গবেষণা খাতে বরাদ্দ

(কলা ও মানবিক, সামাজিক বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান ও কারিগরি)

সাল	প্রকল্প	বরাদ্দ
২০০৯	২৬৬	৮২,২১,০৬৮
২০১০	২৩১	৭২,৩৩,৯৭১
২০১১	২২৬	৭১,২২,১৯৭
২০১২	২২৯	৮০,৬০,৬৩০
২০১৩	৩২৫	১,৫৯,০৩,২৫৮
২০১৪	২৪৩	১,৬৩,৬৫,৬৮১
২০১৫	১৬৮	৮৪,৮৮,৫৮৩
২০১৬	২৭৯	২,২১,৪৪,১৭৩
২০১৭	২৭৯	৩,৫৮,৪৫,৯৯০
২০১৮	৩৮৬	৩,৮০,৩০,৮৭৫

২০০৯-২০১৮ সময়কালে বৃত্তি, পদক ও ডিগ্রি সমতাকরণ সংক্রান্ত তথ্য

সাল	ইউজিসি মেধাবৃত্তি সংখ্যা ও টাকার পরিমাণ	জনতা ব্যাংক মেধাবৃত্তি সংখ্যা ও টাকার পরিমাণ	দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মেধাবৃত্তি সংখ্যা ও টাকার পরিমাণ	রোকেয়া চেয়ার	প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক সংখ্যা	বিদেশি ডিগ্রি সমতাকরণ সংখ্যা
২০০৯	৮৫টি ৩,৩৬,০০০/-	৬টি ৬৩,০০০/-	১টি ১০,৫০০/-	১ জন	-	২৫২
২০১০	৪৩টি ৪,৫১,৫০০/-	৬টি ৬৩,০০০/-	১টি ১০,৫০০/-	১ জন	-	৩৩১
২০১১	৪৩টি ৪,৫১,৫০০/-	৬টি ৬৩,০০০/-	১টি ১০,৫০০/-	১ জন	-	২০২
২০১২	-	-	১টি ১০,৫০০/-	১ জন	২০১১-২০১২ সালে ১৬৫ জন	৪১৫
২০১৩	১৩১টি ১৩,৭৫,৫০০/-	৬টি ৬৩,০০০/-	১টি ১০,৫০০/-	১ জন	-	৮৯
২০১৪	২৮টি ২,৯৪,০০০/-	৫টি ৫২,৫০০/-	১টি ১০,৫০০/-	১ জন	২০১৩-২০১৪ সালে ২৩৩ জন	৪৪৯
২০১৫	৮৫টি ৮,৯২,৫০০/-	৫টি ৫২,৫০০/-	১টি ১০,৫০০/-	১ জন	-	৪০৯
২০১৬	৩৮টি ৩,৯৯,০০০/-	৬টি ৬৩,০০০/-	১টি ১০,৫০০/-	১ জন	২০১৫-২০১৬ সালে ২৬৫ জন	৫৬৬
২০১৭	৮০টি ৮,৪০,০০০/	২টি ২১,০০০/	১টি ১০,৫০০/-	১ জন	১৬৩ জন	৩৪৮
২০১৮	৬১টি ৬,৪০,৫০০/	২টি ২১,০০০/	১টি ১০,৫০০/-	১ জন	-	৩০৪

ইউজিসি অ্যাওয়ার্ড/ইউজিসি স্বর্ণপদক

ক্র. ন.	বিবরণ	সাল	অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত	বিশেষ দ্রষ্টব্য
১	ইউজিসি অ্যাওয়ার্ড	২০০৯	১০	১৯৮০ সালে ইউজিসি অ্যাওয়ার্ড প্রবর্তিত হয়। ২০১৮ সালে নাম পরিবর্তন করে ইউজিসি স্বর্ণপদক যা ২০১৬ সাল থেকে কার্যকর হয়েছে।
২	ইউজিসি অ্যাওয়ার্ড	২০১০	১০	
৩	ইউজিসি অ্যাওয়ার্ড	২০১১	১২	
৪	ইউজিসি অ্যাওয়ার্ড	২০১২	৬	
৫	ইউজিসি অ্যাওয়ার্ড	২০১৩	১০	
৬	ইউজিসি অ্যাওয়ার্ড	২০১৪	১০	
৭	ইউজিসি অ্যাওয়ার্ড	২০১৫	৯	
৮	ইউজিসি স্বর্ণপদক	২০১৬	১৮	
৯	ইউজিসি স্বর্ণপদক	২০১৭	১৭	

উচ্চশিক্ষায় বাজেট

ক্র. ন.	২০০৯-১০ অর্থ বছর	২০১৮-১৯ অর্থ বছর	বৃদ্ধি ও শতকরা হার
১	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ৩১ টি	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ৪৪ টি	১৩ টি (৪২%)
২	বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অনুন্নয়ন বাজেট সরকারি অনুদান ৮৫১.৪৮ কোটি টাকা	বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অনুন্নয়ন বাজেট সরকারি অনুদান ৩৯২২.৪৪ কোটি টাকা	৩০৭০.৯৬ কোটি (৩৬১%)
৩	বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের জন্য গবেষণা খাতে বরাদ্দ ৬.১৪ কোটি টাকা	বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের জন্য গবেষণা খাতে বরাদ্দ ৬১.৫৫ কোটি টাকা	৫৫.৪১ কোটি (৯০২%)
৪	কমিশনে অনুন্নয়ন বাজেট সরকারি অনুদান ৮.৯৭ কোটি টাকা	কমিশনে অনুন্নয়ন বাজেট সরকারি অনুদান ৩৬.২৯ কোটি টাকা	২৭.৩২ কোটি (৩০৫%)
৫	কমিশনের গবেষণা বরাদ্দ ১.৫৭ কোটি টাকা	কমিশনের গবেষণা বরাদ্দ ৫.২৫ কোটি টাকা	৩.৬৮৩ কোটি (২৩৪%)

এছাড়া অর্থ ও হিসাব বিভাগ কর্তৃক নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি উল্লিখিত সময়ের মধ্যে করা হয়েছে:

- ইউজিসি ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিল-ভাউচার তৈরিসহ হিসাব সংরক্ষণের কাজ কম্পিউটার সফটওয়্যারের মাধ্যমে সম্পাদন;
- ২০১৬-১৭ অর্থ বছর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অনুন্নয়ন বাজেটের অর্থ EFT এর মাধ্যমে প্রেরণ;
- জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মকৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সাথে বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন, তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য প্রদান, সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং ইনোভেশন টিম গঠন;
- বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আর্থিক হিসাব বিবরণী সংরক্ষেণের জন্য Private University Financial Report (PUFR) তৈরিকরণ ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে প্রস্তুতকৃত ফরম অনুযায়ী আর্থিক হিসাব বিবরণী সংরক্ষণের নির্দেশনা প্রদান;
- বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ হতে প্রতি অর্থ বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণী সংগ্রহের জন্য নিয়মিতভাবে পত্র প্রেরণ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ কর্তৃক প্রেরিত নিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণীসমূহ সংরক্ষণ;
- কমিশনের ভ্যাট, ট্যাক্স ও সার্ভিস চার্য EFT এর মাধ্যমে ২০১৮-১৯ অর্থ বছর হতে আংশিকভাবে পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন

২০০৯-২০১৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নের তালিকা–

*প্রশাসনিক ভবন *একাডেমিক ভবন *আবাসিক ভবন

ক্র.নং	বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নাম	প:ভ:	এ:ভ:	আ:ভ:	হল	অন্যান্য
০১	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	-	৯	২৫	০৭	-
০২	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	২	৩	-	৫	-
০৩	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	-	৮	৩	৪	-
০৪	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	২	৩	-	২	-
০৫	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	৬	১০	৩	২	২
০৬	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	-	৬	১	৫	১
০৭	শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	১	৩	১	১	১
০৮	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়	৬	৬	-	২	-
০৯	খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়	-	৭	২	৪	৩
১০	খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৮	১০	-	১	২

১১	শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	-	৪	১	২	-
১২	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়	১	১	২	-	১
১৩	কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়	৭	৩	১	৫	১
১৪	যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	২	১০	১	৫	-
১৫	সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	১	১০	৩	৬	১
১৬	বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়	৮	৩	৩	৪	১
১৭	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	৬	৮	৫	২	৩
১৮	বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়	৫	৫	১	৬	-
১৯	হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	১	১	২	৪	-
২০	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস	৮	৪	১	৪	-
২১	পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৩	৪	২	৪	
২২	নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৬	৭	-	৫	
২৩	মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৪	১	২	২	-
২৪	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ	৩	৪	২	৪	-
২৫	পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৪	৫	৩	৪	-
২৬	জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়	-	১	২	৪	-
২৭	চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	-	৬	২	২	-
২৮	রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৫	৫	১	২	-
২৯	চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়	-	৬	৪	১	-
৩০	ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	১	৬	-	১	-
৩১	বাংলাদেশ টেক্সটাইলস বিশ্ববিদ্যালয়	-	৩	-	-	-
৩২	ইসলামী ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি	-	-	-	১	-
	মোট	৯০	১৬৩	৭৩	১০১	১৬

উচ্চশিক্ষায় ডিজিটালাইজেশন

- **ল্যান (Local Area Network)**

  কমিশনের কম্পিউটার ব্যবহারকারীগণকে ইন্টারনেট সেবা প্রদানের জন্য একটি শক্তিশালী লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (ল্যান) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

- **হেমিস (Higher Education Management Information System)**

  জাতীয় পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 'হায়ার এডুকেশন ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম' (হেমিস) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

  - বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা, প্রশাসন, অর্থ, গবেষণা ও উন্নয়ন ইত্যাদি কাজের গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখতে সহায়ক।

- ২০১৭ সাল পর্যন্ত ১৩৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য সন্নিবেশিত।

- **ইউডিএল (UGC Digital Library)**

  বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীদের বিশ্বের আধুনিক জ্ঞান ভাণ্ডারে প্রবেশের সুযোগ করে দিতে 'ইউজিসি ডিজিটাল লাইব্রেরি' (ইউডিএল) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

  - সদস্য প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা: ৯০টি (পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়-৩৪টি, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়-৫১টি, আর্ন্তজাতিক বিশ্ববিদ্যালয়-১টি, ট্রেনিং ইনস্টিটিউট-২টি এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান-২টি)।
  - ই-জার্নালের সংখ্যা : ৩,১০০
  - ই-বুকস-এর সংখ্যা: ৩১,০০০
  - রিসোর্স প্রোভাইডারের সংখ্যা: ১৩
  - সহায়ক সার্ভিসের সংখ্যা: ২ (রিমোট এক্সেস সার্ভিস, ওয়ান স্টপ সার্চ সার্ভিস)
  - ই-জার্নালের গড় ডাউনলোড: ২৫,০০০ প্রতি মাসে

- **বিডিরেন (Bangladesh Research and Education Network)**

  দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি গবেষণা নেটওয়ার্কের আওতায় আনার লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ রির্সাচ এন্ড এডুকেশন নেটওয়ার্ক' (বিডিরেন) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

  - ৩৯টি (৩৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, ৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, ২টি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠানে বিডিরেনের কার্যক্রম চালু আছে।
  - 'ট্রান্স-ইউরেশিয়া ইনফরমেশন নেটওয়ার্ক' (TEIN)-এর মাধ্যমে বিশ্বের অন্যান্য দেশের শিক্ষা ও গবেষণা নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত।
  - উচ্চগতির কম্পিউটিং সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ইউজিসিতে একটি আধুনিক ডাটা সেন্টার এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার স্থাপন, যার মাধ্যমে আবহাওয়া এবং জেনোম সিকুয়েন্সিং-এর মতো তথ্যও সহজে প্রক্রিয়াকরণ সম্ভব।
  - ৩৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক প্রযুক্তির ক্যাম্পাস নেটওয়ার্ক স্থাপন।
  - ৩৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভার্চুয়াল ক্লাসরুম স্থাপন।

- **আইসিটি সেল (Information & Communication Technology Cell):**

  বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আইসিটি কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আইসিটি সেল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

উচ্চশিক্ষায় বিশেষ উদ্ভাবন

উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়নের জন্য ২০০৯ সালে ২০৫৪ কোটি টাকার একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এই প্রকল্পে বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগী বিশ্ব ব্যাংক অর্থায়ন করে।

- **টিটিও (Technology Transfer Office)**

  উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রযুক্তির বাজার সম্ভাবনা যাচাই করে প্যাটেন্টিং-এর ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে 'টেকনোলজি ট্রান্সফার অফিস' (টিটিও) স্থাপন করা হচ্ছে।

  - বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্যান্টেট অফিসের সংখ্যা: ৩টি (বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)
  - প্যান্টেট-এর জন্য আবেদনের সংখ্যা: ৯টি

- **ফ্যাব্রিকেশন ল্যাব (Fabrication Laboratory, Fab Lab)**

  শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের উদ্ভাবনী কার্যক্রমে উৎসাহিত করতে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে 'ফ্যাব্রিকেশন ল্যাব' (ফ্যাবল্যাব) প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে।

  - ফ্যাবল্যাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এমন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা: ৯টি (পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়- ৭টি, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়- ২টি)

Financial Status of AIF Subprojects (up to 31 June 2018) (million BDT)

Round	No. of SPs	Contract Value	Utilized on contract Value
1	91	1887.82	90.23%
2	110	2010.69	92.59%
3	135	2397.91	95.72%
W4	10	648.47	74.96%
TTO	3	39.99	34.00%
Fab Lab	8	145.08	72.00%
W1 (special round)	38	576.10	37.30%
CPSF (Adisonal round)	48	321.45	55.30%
Total	442	8027.51	85.43%

বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্প-কারখানায় মধ্যে সহযোগিতামূলক প্রকল্প

ইন্ডাস্ট্রি-ইউনিভার্সিটি কলাবোরেটিভ প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

বিশ্ববিদ্যালয়	উদ্ভাবন	মন্তব্য
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্বদ্যিালয়	Innovative Biomarker Detection System using Nonlinear Optics	এই পদ্ধতিতে একজন রোগীর দেহে কোনো ধরনের যন্ত্রপাতি প্রবেশ না করিয়ে প্রচলিত পদ্ধতির বাইরে নতুন একটি পদ্ধতিতে রক্ত পরীক্ষা করে ক্যান্সার শনাক্তকরণের সম্ভাবনা উন্মোচিত হয়েছে। বাংলাদেশ ও ইউএসএ অফিসে প্যাটেন্ট-এর জন্য আবেদন করা হয়েছে।
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	Development and commercialization of municipal solid waste compost and soil testing kit by BAU-ACI collaboration	এই সয়েল টেস্ট কীট ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে ও স্বল্পখরচে মাটির রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে কৃষকরা মাটির চাহিদা অনুযায়ী সার ব্যবহার করতে পারছেন। এটির ব্যবহার অত্যন্ত সহজ, দ্রুত ও সুবিধাজনক।
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	Ultra-light weight energy saving heat insulating ceramic materials	এ উদ্ভাবনের ফলে সিরামিক সামগ্রী উৎপাদনে জ্বালানি খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে। এই উদ্ভাবনের বিশ্বব্যাপী প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে যা স্থানীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। উদ্ভাবনটির দেশে ও বিদেশে প্যাটেন্ট অ্যাপ্লিকেশন দাখিলের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	Development of Vaccine and effective diagnostic kits for Foot-and-Mouth Disease Virus in Bangladesh	প্রতিবছর ফুট এন্ড মাউথ রোগের কারণে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ক্ষতি হয় ১২৫ মিলিয়ন ডলার। এই উদ্ভাবন দেশের ফুট এন্ড মাউথ রোগ প্রতিরোধ করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। বাংলাদেশে এই উদ্ভাবনের পেটেন্ট এ্যাপ্লিকেশন দাখিল করা হয়েছে এবং ভারতে এ্যাপ্লিকেশন দাখিলের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়	উদ্ভাবন	মন্তব্য
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	Innovation of Monoclonal Antibodies against Chronic Diseases through University Industry Research Collaboration	অর্জনটা বেশ আশাব্যাঞ্জক এবং এটা যদি প্রত্যাশা মাফিক কাজ করে তবে তা হবে বিশ্বের মধ্যে ক্যান্সার নিরাময়ের প্রথম প্রযুক্তি। বর্তমানে উদ্ভাবনটি প্যাটেন্ট অ্যাপ্লিকেশনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	Development and Commercialization of New Eco-Friendly Enzymatic Scouring Agent for Textile Industry	টেক্সটাইল শিল্পপ্রতিষ্ঠানে প্রযুক্তিটির সংযোজন পানির ব্যবহার ৪৫% হ্রাস করবে। ফলে টেক্সটাইল প্রি-ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাবে।
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	Research and development of very large scale integrated (VLSI) circuit intellectual property (IP) modules, design and fabrication of ICS and fostering the growth of VLSI design industry in Bangladesh	বাংলাদেশে এই প্রথম একটি 'মাইক্রো চিপ' এর ডিজাইন ও ফেব্রিকেশন করা হয়েছে। গবেষকরা ১৮০ ন্যানোমিটার অর্থাৎ মানুষের চুলের ৬০০ ভাগের এক ভাগ সাইজের ট্রানজিস্টর ব্যবহার করে ৫৬টি ডিজিটাল স্ট্যান্ডার্ড সেল ও ৫টি এনালগ স্ট্যান্ডার্ড সেল ডিজাইন করেছেন। বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে পরিবেশ বান্ধব LED Lamp এর জন্য এই চিপটি তৈরি করা হয়েছে।
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	Development of Multi-platform Speech and Language Processing Software for Bangla	বাংলা ভাষার Multi-platform speech and language processing software তৈরির লক্ষ্যে চারটি মৌলিক মডিউল উন্নয়নের কাজ হচ্ছে। এগুলো হলো- ১. Optical character recognition, ২. Text to speech, ৩. Speech to text, ৪. Bangla to English translation. এই উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে আমাদের মাতৃভাষার উন্নয়নে ব্যাপক পরিবর্তন আসবে বলে আশা করা হচ্ছে যেটা বিশ্বব্যাপী বাংলা ভাষার প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করবে।

বিশ্ববিদ্যালয়	উদ্ভাবন	মন্তব্য
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	Innovative approaches for development of diagnostic methods for detecting inborn errors of metabolism and genetic disorders using high-throughput metabolomics profiling as well as monoclonal antibody-based concept	Inborn errors of metabolism and other genetic diseases প্রাথমিক পর্যায়ে সনাক্তকরণের জন্য গবেষকগণ একটি diagnostic kit উদ্ভাবন করেছেন। উদ্ভাবনটির প্যাটেন্ট দাখিলের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়	Development and Commercialization of Environmental Friendly Bio composites and Bio-fuel from agricultural waste to meet challenges of 21st century	একদল গবেষক পাটকাঠি থেকে কোন ক্যামিকেল (কৃত্রিম রাসায়নিক আঠা) ব্যবহার ছাড়া সম্পূর্ণ পরিবেশ বান্ধব, টেকসই ও সাশ্রয়ী পার্টিক্যাল বোর্ড উদ্ভাবন করেছেন যা কাঠের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। বর্তমানে এটিকে পানি প্রতিরোধী করার কার্যক্রম চলছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশের প্যাটেন্টস, ডিজাইনস ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরে উদ্ভাবনটির প্যাটেন্টের জন্য আবেদন করা হয়েছে।

উচ্চশিক্ষায় কৌশলগত পরিকল্পনা

- **স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং এন্ড কোয়ালিটি এস্যুরেন্স বিভাগ প্রতিষ্ঠা:** দেশের উচ্চশিক্ষার মান বিশ্বমানে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কার্যক্রম অব্যাহতভাবে তদারকির লক্ষ্যে কমিশনে 'স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং এন্ড কোয়ালিটি এস্যুরেন্স' নামে নতুন বিভাগের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।
- **ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি এস্যুরেন্স সেল গঠন:** প্রতিটি বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম মূল্যায়ন এবং মানসম্মত পাঠদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের ৬৯ টি পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি এস্যুরেন্স সেল (আইকিউএসি)' গঠন করা হয়েছে। বাকি বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্রুত সময়ের মধ্যে 'আইকিউএসি' গঠনের জন্য কমিশন থেকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।
- **'আইকিউএসি' এর কার্যক্রম রাজস্ব খাতে স্থানান্তর:** মান নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়াকে স্থায়ী রূপ দিতে প্রতিটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আইকিউএসি' এর কার্যক্রম রাজস্ব খাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- **ইম্প্রুভমেন্ট প্ল্যান প্রণয়ন:** 'আইকিউএসি' এর অধীনে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ৮০০ টি বিভাগ বা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রণীত চার বছর মেয়াদী 'পোস্ট সেল্ফ-এসেস্মেন্ট ইম্প্রুভমেন্ট প্ল্যান' সংগ্রহ ও যাচাই-বাছাই শেষে কমিশনের পরবর্তী নির্দেশনামালা প্রস্তুত প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
- **স্ট্যান্ডার্ড আউটকাম বেজ্ড কারিকুলাম প্রণয়ন:** পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য 'স্ট্যান্ডার্ড আউটকাম বেজ্ড এডুকেশন কারিকুলাম এর টেমপ্লেট (Template) প্রণয়নের উদ্দেশ্যে কারিকুলাম বিশেষজ্ঞদের নিয়ে ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়েছে।
- **বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন:** শিক্ষা ও পেশার সকল স্তরের সাথে সমন্বিত, চাহিদা উপযোগী ও মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক (বিএনকিউএফ) প্রণয়নের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
- **স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান ফর হায়ার এডুকেশন ইন বাংলাদেশ প্রণয়ন:** বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ২০১৮-২০৩০ মেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।
- **অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গঠন:** দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ও পরিচালিত প্রোগ্রামসমূহের মান নিয়ন্ত্রণ এবং বিশ্ব মানদণ্ডে স্বীকৃতি প্রদানের উদ্দেশ্যে জাতীয় সংসদে 'দ্য অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল অ্যাক্ট ২০১৭' পাস করা হয়েছে এবং তারই ধারাবাহিকতায় 'অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল' কার্যকর করার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ইতোমধ্যে কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

উচ্চশিক্ষায় বৃত্তি

কমনওয়েলথ স্কলারশিপ-ওপেন ক্যাটাগরি (যুক্তরাজ্য)

সাল	এমএস	পিএইচডি	মোট
২০০৯	২২	১৮	৪০
২০১০	২২	১৮	৪০
২০১১	২২	১৮	৪০
২০১২	২২	১৮	৪০
২০১৩	২৫	২১	৪৬
২০১৪	৩১	২৪	৫৫
২০১৫	৩১	২৪	৫৫
২০১৬	৩১	২৪	৫৫
২০১৭	৩১	২৪	৫৫
২০১৮	৩১	২৪	৫৫
		সর্বমোট	৪৮১

কমনওয়েলথ স্কলারশিপ-ইউনিভার্সিটি ফ্যাকাল্টি ক্যাটাগরি (নিউজিল্যান্ড)

সাল	পিএইচডি
২০০৯	২
২০১০	২
২০১১	২
২০১২	২
২০১৩	২
২০১৪	২
২০১৫	২
২০১৬	২
২০১৭	২
২০১৮	২
সর্বমোট	২০

JSPS-UGC Joint Research Program

২০০৯-২০১৮ মেয়াদে Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) and UGC Joint Research Program 2018 আওতায় প্রতি বছর পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ০২ (দুই) জন করে ১০ বছরে মোট ২০ জন শিক্ষককে ফেলোশিপ প্রদান করা হয়।

SAARC Chair, Fellowship and Scholoarship Program

সার্ক চেয়ার, ফেলোশিপ ও স্কলারশিপ প্রোগ্রামের আওতায় ১০ বছরে বাংলাদেশে সার্কভুক্ত দেশসমূহের ১৮ জনকে ফেলোশিপ প্রদান করা হয়েছে।

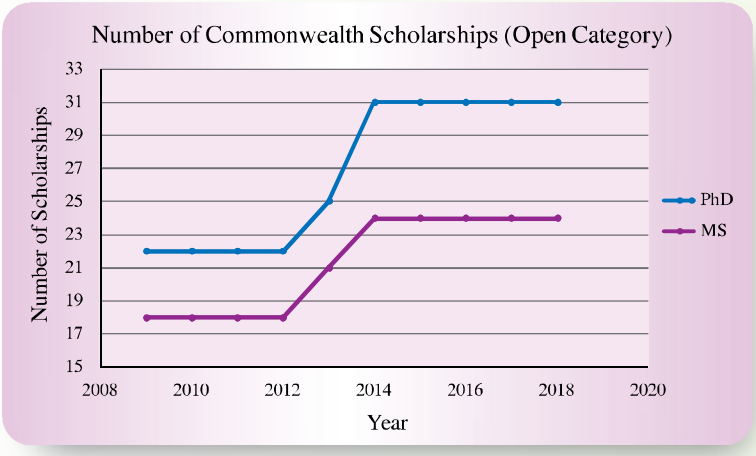

উচ্চশিক্ষায় চুক্তি

- বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এং অস্ট্রেলিয়ার Macquarie University এর সাথে একাডেমিক সহযোগিতা, গবেষণা ও অন্যান্য দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে ২৯.০৩.২০১৬ তারিখ একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত সমঝোতা স্মারকের আওতায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়, হেকেপ এবং কমিশনের মোট ৬০ জন কর্মকর্তা অস্ট্রেলিয়ার Macquarie University তে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।
- বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এবং University of Wollongong, Australia এর সাথে একাডেমিক সহযোগিতা, গবেষণা ও অন্যান্য দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে ২২.০৫.২০১৭ তারিখ একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

- ০৪ জুলাই ২০১৭ University Gants Commission (UGC) of Bangladesh এবং The Council of Higher Education (CoHE), Turkey এর মধ্যে টেক্সটাইল ও কৃষি বিষয়ে পিএইচডি প্রোগ্রামে বৃত্তি প্রদান বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত সমঝোতা স্মারক এর আওতায় CoHE কর্তৃক ২০১৭ সালে টেক্সটাইল বিষয়ে মোট ২০ জনকে এবং ২০১৮ সালে ০৪ জনকে পিএইচডি প্রোগ্রামে বৃত্তি প্রদান করা হয়।

- ১৪ জুলাই ২০১৭ শ্রীলংকার Honorable President H.E. Maithripla Sirisena বাংলাদেশ সফর করেন। উক্ত সফরকালে বাংলাদেশ ও শ্রীলংকার মধ্যে একাডেমিক সহযোগিতা, গবেষণা ও অন্যান্য দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

- ৩০ জানুয়ারি ২০১৮ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও Asian Development Bank (ADB) এর মধ্যে 'IT Parks for Employment and Innovation Project' এর আওতায় Tertiary Education for Competitiveness in Computer Science Engineering শীর্ষক প্রকল্প Human Resource Development in IT Sector বিষয়ে একটি Legally Non-Binding Aide Memoire স্বাক্ষরিত হয়।

- ১৯ এপ্রিল, ২০১৮ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এবং UNICEF Bangladesh-এর মধ্যে Communication for Development (C4D) বিষয়ে একটি Letter of Understanding (LoU) স্বাক্ষরিত হয়।

উচ্চশিক্ষায় সহযোগিতা

- British Council এর সহযোগিতায় বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যায় মঞ্জুরী কমিশন-এর তত্ত্বাবধানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে Center of Excellence in Teaching and Learning (CETL) কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। Center of Excellence in Teaching and Learning (CETL) এর কার্যক্রমকে একটি পেশাধারী মান কাঠামোতে উন্নীত করার লক্ষ্যে এর পরিচালকগণকে পর্যায়ক্রমে ফেলোশিপের আওতায় যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও ইনস্টিটিউটে উচ্চতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উচ্চশিক্ষায় প্রকল্প

- Asian Development Bank (ADB) এর অর্থায়নে 'IT Parks for Employment and Innovation Project'-এর আওতায় Tertiary Education for Competitiveness in computer science engineering শীর্ষক প্রকল্প বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক বাছাইকৃত Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET), University of Dhaka (DU), East West University এবং Jessore University of Science and Technology (JUST) সহ মোট চার (০৪) টি বিশ্ববিদ্যালয়ে (১ম পর্যায়ে) এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, আহছানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজী (আইইউটি) এবং ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে (২য় পর্যায়ে) প্রকল্প বাস্তবায়নকল্পে ADB একমত প্রকাশ করেছে।

- Austria UniCredit Bank AG PTAPP বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে গুণগত মানোন্নয়নের জন্য অর্থায়নে আগ্রহ ব্যক্ত করেছে। ইতোমধ্যে কমিশনের পক্ষ থেকে UniCredit Bank AG এর সাথে বাংলাদেশের ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের Teaching-Learning, Research Governance Issue-তে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে এবং প্রস্তুতকৃত PTAPPটি বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনের বিবেচনাধীন রয়েছে।

- The Council of Higher Education (CHE), Turkey এর সাথে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের Memorandum of Understanding (MoU) স্বাক্ষর হয়েছে। স্বাক্ষরকৃত Memorandum of Understanding (MoU) অনুযায়ী ২০১৮ সালের জন্য The Council of Higher Education (CHE), Turkey কর্তৃপক্ষ Bangladesh University of Textiles এর নিকট থেকে স্কলারশিপের জন্য মনোনয়ন আহ্বান করা হয়। সে প্রেক্ষিতেই Bangladesh University of Textiles থেকে বর্ণিত স্কলারশিপের জন্য ০৪ জন ফ্যাকাল্টিকে মনোনয়নপূর্বক Turkey তে প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০১৭ সালে টেক্সটাইল- এ কৃষি ডিসিপ্লিনে ১৪টি বৃত্তি প্রদান করা হয়।

- সুইজারল্যান্ডের Zurich University of Applied Sciences (ZHAW) এর সাথে কমিশনের একটি সমঝোতা স্মারক খুব শীঘ্রই স্বাক্ষর হবে। Seed Money Grant, Bridging Grant, Mobility Grant, Innovation Partnership Grant ইত্যাদি বিষয়ে সমঝোতা স্মারকে উল্লেখ রয়েছে। বর্ণিত প্রোগ্রামসমূহ বাস্তবায়িত হলে ফলিত বিজ্ঞানের কয়েকটি ক্ষেত্রে নবতর জ্ঞানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।
- যুক্তরাজ্য কর্তৃক প্রদত্ত কমনওয়েলথ স্কলারশিপ প্রদানের নিমিত্ত দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ২৪ জন শিক্ষক/শিক্ষার্থীকে পিএইচডি প্রোগ্রামে এবং ৩১ জনকে মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্য মনোনয়ন প্রদানপূর্বক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে Association of Commonwealth University, London কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষায় অর্জন

(২০০৯-২০১৮)

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
ইউজিসি ভবন, প্লট#ই-১৮/এ,আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭ থেকে প্রকাশিত
প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ২০১৮